OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 69*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 581 - 585*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 581 - 585*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848*

# স্ত্রীশিক্ষা, আত্মপরিচয়ের সন্ধান ও পত্রপত্রিকার জগতে মেয়েরা : প্রসঙ্গ উনিশ শতকের বাংলা

ডম্বরুপাণি ভট্টাচার্য্য
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ত্রিবেণীদেবী ভালোটিয়া কলেজ
Email ID: damrupanibhattacharyya@tdbcollege.ac.in
0009-0006-7607-6505

***Received Date*** *28. 09. 2025*
***Selection Date*** *15. 10. 2025*

***Keyword***
*19th Century, Women's Education, Bengal Renaissance, Literary Pursuits, Women's Magazines, Intellectual Awakening.*

***Abstract***
*The 19th century witnessed a transformative shift in the landscape of women's education in Bengal. As the movement for women's empowerment gained momentum, pioneering women like Mokshadayani Mukhopadhyay, Swarnakumari Devi, and Hiranmayi Devi emerged as trailblazers in the realm of literary pursuits. Through their editorial endeavors, they not only championed women's education but also provided a platform for women's voices to be heard. The proliferation of women's magazines such as Bharati, Paricharika and Antarpur underscored the growing awareness of women's issues and the need for their empowerment. These initiatives collectively contributed to a burgeoning sense of self-awareness and intellectual curiosity among women, laying the groundwork for their increased participation in the public sphere. As such, the 19th century marked a pivotal moment in the evolution of women's roles in Bengal, one that would have far-reaching implications for the future.*

## Discussion

আধুনিকতার অভিমুখে আজকের নারীর যাত্রা শুরু কবে, কাকে দিয়ে, তা সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। তবে, বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদানের ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা প্রাথমিক স্তর ছাড়িয়ে ক্রমশ উচ্চমানে প্রবেশ করে। এ প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র বাগলের মন্তব্য –

> "বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষা আশির দশকের প্রথমে বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়ল, উচ্চশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা দুই দিকেই সরকার এবং সমাজের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। বালিকাদের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাপারে বেথুন স্কুল অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।"[১]

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 69*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 581 - 585*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

প্রাথমিক স্তরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের এই সময়কালটির তাৎপর্য বিরাট। যোগেশচন্দ্র বাগল ন্যায় প্রমুখ চিন্তাবিদ এ প্রসঙ্গে নানা সময় বেশ সোচ্চার হয়েছেন। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটলেও, আসল কাজটি কিন্তু প্রাথমিক স্তরে হয়েছে। যাকে ভিত গড়ার কাজও বলা যায়। এই সময়টার বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে কেন্দ্র করে পড়াশুনা নিয়ে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তাই উচ্চশিক্ষিতাদের মতোই সুস্থ সমাজ গঠনে এমন অসংখ্য অল্পশিক্ষিতাদেরও অবদান রয়েছে। সবমিলিয়ে পরিবর্তনের একটা সামগ্রিক প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।[২] রাজা রাধাকান্ত দেব মেয়েদের পরীক্ষা নিয়ে তাঁর রিপোর্টে লিখলেন, - 'মহিলা শিক্ষা সমিতি দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত বালিকাদিগকেও পরীক্ষা করা গেল, তাহাদের পড়া বানান অতিশয় সন্তোষজনক।' এটা অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৩৭বছর (১৮২০) আগে লেখা। যার ২৮ বছর পর বেথুন স্কুলের জন্ম। অর্থাৎ, বেথুন উদ্যোগী হওয়ার আগেও মেয়েরা পড়াশুনা করেছে। ১৮২০ সালেই শোভাবাজার, শ্যামবাজার, জানবাজার ও এন্টালিতে বালিকাদের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[৩]

রাধাকান্ত কিন্তু পর্দার আড়াল ভেঙে মেয়েদের পড়াশোনার পক্ষপাতী ছিলেন না। অন্তঃপুরে রেখেই ব্যবস্থা করেছিলেন মেয়েদের শিক্ষার। হিন্দু সমাজে নিজের প্রতিপত্তি আঁকড়ে রাখতেই হয়তো ততটা প্রগতিশীলতা জনসমক্ষে দেখাতে চাননি তিনি। কিন্তু এই রিপোর্ট দেওয়ার ৬২ বছর পরও বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বাঙালিরাও ছিলেন, যিনি *বাঙালীর মেয়ে* শীর্ষক বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। কিন্তু একই সময়ে তাঁর লেখাকেও প্রতি আক্রমণ করা হয়েছে, তা প্রকাশিত হয়েছে *বঙ্গ-দর্শন*-এ (বাংলা সন ১২৮৯, জ্যৈষ্ঠ) -

"হায় হায় ঐ যায় বাঙালীর বাবু।
দশটা হতে চারটা বধি দাস্যবৃত্তি করা।
সারাদিন বইতে হয় দাসত্ব পসরা।
উকীল, ডেপুটি কেহ, কেহ বা মাস্টার।
সজ্জ কেরানী কেহ, ওভারসিয়ার
বড় কর্ম-বড় মান, অহংকার কত
ধরারে দেখেন বাবু সরাখানা মত।
সারাদিন খেটে খেটে রক্ত উঠে মুখে
পেগের বড়াই হয় ঘরে এসে সুখে।"[৪]

এই প্রতি আক্রমণ কোনও লেখকের কলম থেকে আসেনি। এসেছিল এক লেখিকার কলম থেকে। তাঁর নাম মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়। জন্ম হুগলিতেই ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে। তবে, মোক্ষদায়িনীরা সংখ্যায় নগণ্য। মূলত অভিজাত পরিবারেরই মেয়ে তাঁরা। কিন্তু বাবু হেমচন্দ্রের মতো তাবড় বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে লড়তে হলে চায় আত্মবিশ্বাস, যে আত্মবিশ্বাস স্ত্রীসমাজের কোনও কোনও অংশে এনে দিয়েছিল বেথুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়। এনে দিয়েছিল স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত তৎপরতা।

মোক্ষদায়িনীরা সেই সময়েই বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন সমাজ ও নারীকে ঘিরে নিজেদের উপলব্ধি, অভিজ্ঞতার ছবি। এই আলোচনার বিষয়ও সেই লেখিকা এবং তাঁদের লেখনী যা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রত্যক্ষ ফল। এঁরা বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার কিছু দিনের মধ্যেই পর্দার বাইরে এসে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য তাঁদের রচনাবলী প্রকাশের জন্যও স্ত্রী-পাঠ্য-বিষয় সম্বলিত পত্র-পত্রিকা ক্রমশ দেখা দিতে থাকে। ঢাকা থেকে *নারী-শিক্ষা-পত্রিকা* (১৮৭৯), বরিশাল থেকে *বালারঞ্জিকা* (১৮৭৩); মুরারীপুর গয়া থেকে *সাবিত্রী* (১৮৯৬) পত্রিকার নাম প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকাগুলি দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি হল -

১. নীতিগতভাবে পুরুষ ও নারী সমান, অতএব তাদের সকলকেই জ্ঞান ও শিক্ষা বিতরণ করা উচিত।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 69*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 581 - 585*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

২. নারী গৃহকোণে থাকবে এবং সেই গৃহকে পরিপূর্ণতা তথা শিক্ষিত স্বামীকে সাহচর্য দানের জন্য শিক্ষালাভ করবে, যে শিক্ষার ভিত্তি হল মূলত নীতিশিক্ষা ও কিছু সাহিত্য পাঠ। পুরুষেরা মনে করতেন নারীদের মতো নিম্নমানের বুদ্ধির অধিকারিণীদের সচেতন করার পবিত্র দায়িত্ব তাঁদেরই। সেই জন্যই নব্যবঙ্গীয় রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের মতো দু'জন ডিরোজিও-শিষ্য প্রথম মহিলাদের জন্য কথ্যভাষায় লিখিত *মাসিক পত্রিকা* (১৮৫৪) প্রকাশ করেন। আত্মপ্রকাশ ঘটে *আলালের ঘরের দুলাল* বইটির।

মহিলাদের সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন *বামাবোধিনী পত্রিকা* (১৮৬৩) ও *হেমলতা* (১৮৭৩) পত্রিকার সম্পাদকরা। নারীর উন্নতি বিধানে ও শিক্ষাপ্রসারে ব্রতী হয়েছিল *অবলাবান্ধব* (১৮৭৯), *বঙ্গমহিলা* (১৮৭৫) এবং ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত *যোগিনী, সহচরী* ও *ললনা সুন্দরী* প্রভৃতি পত্রিকাগুলি। আদর্শ নারী হওয়ার শিক্ষাদানের জন্য আরও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন, 'সেবার ভাব জাগাইবার জন্য' *দাসী* (১৮৯২), 'সৎশিক্ষাদানের' জন্য *মহিলা* (১৮৯৫), 'সতী' হওয়ার জন্য *সাবিত্রী* (১৮৯৬)। তাঁদের গৃহকর্মে শিক্ষিত করে তোলার জন্য *বিবিধতত্ত্ব* (১৮৮৫), *গার্হস্থ্যবিজ্ঞান* (১৮৮৬) ও *গৃহীসখা* (১৮৮৫) শীর্ষক পত্রিকাগুলিও প্রকাশিত হয়েছিল। অতএব কতিপয় উদারপন্থী পুরুষেরা যে নারীদের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

একই সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য যে, স্ত্রীশিক্ষায় সমসাময়িক পত্রিকাদির ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। যেমন *বামাবোধিনী পত্রিকা* উনিশ শতকের বালিকা পাঠশালায় ছাত্রী ও অন্তঃপুরের মহিলাদের মনে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বাড়ানোয় সচেষ্ট ছিল। প্রবীণা, নব্য শিক্ষিতা মহিলাদের রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হত এই পত্রিকায়। সেইসময়ে বাংলার ঘরে ঘরে নারীদের জন্য অসুন্দর, অস্বাস্থ্যকর পরিমণ্ডলের অবস্থাকে সৌদামিনী খাস্তগীর সযত্নে চিত্রিত করেছিলেন *বামাবোধিনী পত্রিকায়*। সেখানে খুব তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর একটি মন্তব্য পাওয়া যায় –

> "নারী জড়ের ন্যায় কালযাপন করিয়া আসাতে তাহাদের হৃদয়ে 'দুর্বলতার' ভাব অত্যন্ত প্রবল।"[৫]

যদিও নারীদের চিরন্তন অবদমনের মধ্যে এই 'দুর্বলতা'-র উপস্থিতি সময়ের নিরিখে ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কারণ তখন পুরুষের অনুগামী হয়ে থাকা ছাড়া নারীর কোনো উপায় ছিল না। তাই পরনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকার গ্লানি যে কি মর্মান্তিক তা ধরা পড়ে বিভিন্ন নারীর লেখায়। লক্ষ্মীমণি 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ করছেন সেই অনুভূতির কথা-

> "প্রভুর বদন হেরি উড়ে যায় প্রাণ।
> কি জানি কখন হবে দণ্ডের বিধান।।
> কথায় কথায় বলে দূর হতে হবে।
> আমার গৃহেতে আর কত কাল রবে।।"[৬]

তৎকালীন পত্রিকাগুলি একাধারে অন্তঃপুরবাসিনীদের জানার আগ্রহ যেমন বাড়িয়ে দেয় দ্রুত, তেমনই ক্রমশ তাঁদের নিজেদের অধিকার ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধেও সচেতন করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করে। কারণ নারীদের আলাদা অস্তিত্ব উদারপন্থী পুরুষদের দ্বারা তখনও সেভাবে স্বীকৃত হয়নি। এ বিষয়ে আন্দোলনের ভার তাঁরা নিজেরাই গ্রহণ করলেন, দেশে মহিলা-সম্পাদিত সাময়িক পত্রেরও আবির্ভাব হল।

হুগলির মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (১২৭৭ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ, ১৮৭০, ১৩ এপ্রিল) নিজ সম্পাদনায় এক পাক্ষিক বাংলা পত্রিকা *বঙ্গমহিলা* প্রকাশ করেন। এদেশে এই 'বঙ্গমহিলা'-ই বাঙালি মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্র। তারপর কালানুক্রমিক ভাবে বঙ্গমহিলা সম্পাদিত পরবর্তী পত্রিকা ছিল ১৮৭৫ সালে আজিমগঞ্জের ধুলিয়ানা থেকে থাকমণি দেবীর সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা *অনাথিনী*। পত্রিকাটির বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা না গেলেও এটির গুরুত্ব আছে। প্রথমত এটি মহিলা-সম্পাদিত প্রথম মাসিক পত্রিকা এবং দ্বিতীয়ত পত্রিকাটি কলকাতা নয় ধুলিয়ান থেকে প্রকাশিত। শুধু শহর কলকাতা নয়, মফস্বলের মহিলারাও যে পত্রিকা সম্পাদনা করতে সক্ষম এই পত্রিকাটি তারই নিদর্শন।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 69*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 581 - 585*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর দুই কন্যা হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী সম্পাদিত *ভারতী* পত্রিকাটি বঙ্গমহিলা কর্তৃক পত্রিকা সম্পাদনার ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ১৮৭৭ সালে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে শুরু করলেও ১৮৮৪ থেকে দীর্ঘ ১৪ বছর স্বর্ণকুমারী ও তাঁর দুই কন্যা এই পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন। সরলাদেবী স্বর্ণকুমারীর মতো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও জ্ঞান একই সঙ্গে এই পত্রিকার মাধ্যমে পরিবেশন করে একটি পরিশীলিত পাঠক গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। লেখকদের পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রথা এই বঙ্গরমণী প্রথম প্রবর্তন করে পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে এক নতুন নজির সৃষ্টি করেন। *ভারতী* পত্রিকা শুধু মেয়েদের জন্য প্রকাশিত হত না। সাধারণ পাঠকদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষদের ভেদাভেদ নেই, সেই সমমর্যাদাই দান করেছিলেন এই সম্পাদিকারা।

সমসাময়িক কালে 'পরিচারিকা' নামে একটি মহিলাদের পত্রিকা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। কয়েক বছর পর ১৮৮৭ সালে কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মোহিনী দেবী তার সম্পাদিকা হন। মোহিনী দেবীর মৃত্যুর পর কেশবচন্দ্র সেনের দুই কন্যা সুচারু দেবী ও মনিকা দেবী পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকাটি দশ বছরের বেশি সময় মহিলাদের দ্বারা মহিলাদের জন্য পরিচালিত হয়েছিল। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল কুমারী কামিনী শীলের সম্পাদনায় *খৃস্টীয় মহিলা* নামে একটি মহিলা পত্রিকা। এখানে শুধুমাত্র মহিলাদের রচনাই স্থান পেত। কয়েক বছর পরে ১৮৮৪ সালে *সোহাগিনী* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে। এই পত্রিকাগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার বিষয়ে বঙ্গমহিলারা ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের স্বকীয় ভাবনা নিয়ে।

উনিশ শতকের শেষে পত্র-পত্রিকার জগতে 'ভারতী'র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী, হিরন্ময়ী, সরলা ছাড়াও ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরের আরও দুই মহিলার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী ও পৌত্রী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। সর্বপ্রথম একটি বাল্যপাঠ্য পত্রিকা ১৮৮৫ সালে জ্ঞানদানন্দিনী সম্পাদনা করেন। ছোটদের জন্য আরম্ভ হলেও পরে এই পত্রিকায় বড়দের জন্য লেখা প্রকাশিত হত। হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা *পুণ্য* (১৮৯৭)। পত্রিকাটি তিনি ১৯০১ সাল পর্যন্ত সম্পাদনা করেন। বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, রন্ধনপ্রণালীর সাথে আবার ধর্মচিন্তার কথাও এই পত্রিকাটিতে পরিবেশিত হত। সমসাময়িক আরও কয়েকটি পত্রিকার মধ্যে রয়েছে - *সুগৃহিণী* নামে মাসিক পত্রিকা যা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে। এটি শিলং থেকে মহিলাদের জন্য হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা, এর সম্পাদিকা ছিলেন হেমন্তকুমারী দেবী; *বিরহিনী* নামে মাসিক পত্রিকা যা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালে, যার সম্পাদিকা সুশীলাদেবী; এতে মহিলাদের নিয়ে গল্প প্রকাশিত হত। এছাড়াও রয়েছে হরদেবী সম্পাদিত *ভারত ভগিনী* নামের একটি মাসিক পত্রিকা, যা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে, এটি লাহোর থেকে প্রকাশিত হত। আরেকটি মাসিক পত্রিকা *মুকুল* যার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৯৫ সালে। কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত আর একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা *অন্তঃপুর* ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদিকা ছিলেন বনলতা দেবী। তিনি ছিলেন বরানগরের বিশিষ্ট সমাজসেবী ব্রাহ্মনেতা শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা। মহিলাদের সমস্যা এবং তাদের উন্নতি বিধানের জন্য জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক নিয়ে এই পত্রিকায় আলোচনা প্রকাশিত হত। হেমন্তকুমারী দেবী, কুমুদিনী মিত্র, লীলাবতী মিত্র এবং শুকতারা দেবী প্রমুখরা বিভিন্ন সময়ে পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন।

বঙ্গনারী পুরুষের সমপর্যায়ে উপনীত হয়েছিল সাহিত্যচর্চা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্বেষণে তাঁদের সম্পাদিত বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে। প্রথম মহিলা সম্পাদিত পাক্ষিক পত্রিকা *বঙ্গমহিলা* নারীর আইনের অধিকার নিয়ে কথা বলেছিল, *খৃষ্টীয় মহিলা* পত্রিকা শুধু মেয়েদেরই লেখা প্রকাশ করত, *ভারতী, পরিচারিকা, পুণ্য, অন্তঃপুর* প্রভৃতি পত্রিকাগুলিতে সম্পাদিকারা শুধু সাহিত্যচর্চা করেননি, নারীদের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গৃহকোণটুকুও সৌন্দর্যমণ্ডিত করার চেষ্টা করেছেন। নারী সমাজে ও গৃহে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেকথা নারীদের সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল এবং ঘরে-বাইরে চিরকালীন অবদমিত নারীরা যে আপন মূল্য অনুধাবন করেছিল তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নারীরা নিজেরাই নিজেদেরকে আবিষ্কার করেছিল তাদের সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে দিয়ে, যেগুলি

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 69*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 581 - 585*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

ছিল তাদের চিন্তা ও কর্মপ্রবাহের ধারক ও বাহক। পুরুষ সম্পাদিত পত্রিকাগুলির সঙ্গে এখানেই তাদের পার্থক্য। এইভাবেই বঙ্গনারীরা সম্পাদনার জগতে পুরুষের পাশাপাশি তাদের যাত্রা শুরু করেছিল। তাই একথা বলা বাহুল্য যে স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারে তথা নারীদের আত্মসন্ধানের যাত্রায় উনিশ শতকের এই পত্র-পত্রিকাগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

**Reference:**

১. বন্দ্যোপাধ্যায় ড. সুনীতা, *আধুনিকার অভিমুখে বঙ্গনারী*, পৃ. ১৬২
২. বাগল শ্রী যোগেশ চন্দ্র, *স্ত্রী শিক্ষার কথা*, কলকাতা, ১৯৬৭, পৃ. ৬০
৩. Raja Radhacount in his report says, 'Several native girls' education by the female society were also examined whose proficiency in reading and spelling gave great pleasure; Pary Chand Mitra, *Biography of David Hare*, p. 53
৪. বন্দ্যোপাধ্যায় ড. সুনীতা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬২
৫. *বামাবোধিনী পত্রিকা*, জৈষ্ঠ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।
৬. *বামাবোধিনী পত্রিকা*, লক্ষ্মীমণি দেবী, কার্তিক ১২৭৪ বঙ্গাব্দ।